# পাপের শাস্তি

মুফতি আব্দুল গাফফার দা.বা.

# পাপের শাস্তি

বয়ান


**মুফতী আবদুল গফফার দা. বা.**

**খলীফা**

আরিফ বিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ. করাচী

**শাইখুল হাদীস**

মাদরাসা বাইতুল উলূম, ঢালকানগর, ঢাকা

**মুহতামিম**

কাসিমুল উলূম ইসলামিয়া মাদরাসা, নগরকান্দা, ফরিদপুর

সংকলন

উম্মে মাশকুর



আশ্‌রাফী বুক ডিপো

ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা।

পাপের শাস্তি

মুফতী আবদুল গফফার দা. বা.

◘ সংকলন ◆ উম্মে মাশকুর

◘ প্রথম প্রকাশ ◆ আগস্ট ২০১০ ইং

◘ ষষ্ঠ মুদ্রণ ◆ জানুয়ারি ২০২০ ইং

◘ গ্রন্থস্বত্ব ◆ আশরাফী বুক ডিপো

◘ প্রচ্ছদ ◆ আবুল ফাতাহ মুন্না

◘ বর্ণবিন্যাস ◆ এম. হক কম্পিউটার্স

◘ প্রকাশনায় ◆ আশ্রাফী বুক ডিপো

পরিবেশনায়

মাশকুর প্রকাশনী
ঢালকানগর, ঢাকা

কুতুবখানায়ে রশীদিয়া
ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা।
-০১৯১১-২৯০১৩২, ০১৭১০-২৯০১৩২

মূল্য ঃ ৬০/- (ষাট টাকা মাত্র)

## মুফতী আব্দুল গাফ্ফার সাহেব (দা. বা.) এর

# অভিমত

নেক কাজ করলে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সন্তুষ্ট হন আর গুনাহ করলে অসন্তুষ্ট হন। সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টির মাঝে সম্পর্ক রয়েছে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য। একটির বর্তমানে অপরটি অবশ্যই অনুপস্থিত থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে অসন্তুষ্টির আসবাব-গুনাহসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে।

ছোট-বড় যাবতীয় গুনাহই পরিত্যাজ্য, নিন্দনীয়। সকল গুনাহ সম্পর্কেই অত্যন্ত সতর্ক থাকা চাই। বিশেষ করে যে সকল গুনাহের কারণে আল্লাহ তা'আলা খুব বেশি নারাজ হন, যে সকল গুনাহের কারণে তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন কওমকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, গযব নাযিল করেছেন, সে সকল গুনাহের ধারে কাছেও যাওয়া চলবে না। এমনি এক ধ্বংসকারী গুনাহতে লিপ্ত হয়েছিল হযরত লূত (আ.) এর সম্প্রদায়। খুবই জঘন্য এক গুনাহ। যাকে পুংমৈথুন বলা হয়। রুচিবোধ চরমভাবে বিকৃত হলেই এমন জঘন্যতায় লিপ্ত হওয়া সম্ভব। অন্যথায় সুস্থ রুচিসম্পন্ন কোনো মানুষ এমন কর্মে লিপ্ত হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

এমনকি পশু-পাখির মাঝেও এ কুকর্ম দৃষ্টিগোচর হয় না। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করাও ক্ষেত্রবিশেষ লজ্জাজনক হয়ে উঠে। তবুও বড়দের শুনেছি এ বিষয়ে আলোচনা করতে। কারণ, আলোচনার দ্বারাই সচেতনতা সৃষ্টি হয়। তাই কিছু দ্বীনী ভাইয়ের সম্মুখে কুরআন হাদীসের আলোকে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। মহান আল্লাহ তা'আলা আলোচক ও শ্রোতাগণকে ক্ষমা করুন।

পরবর্তীতে এ দ্বীনী মুযাকারাকে ব্যাপক করার লক্ষ্যে আমার সহধর্মিণী উহাকে কলমবন্দ করেছেন। উহার শব্দবিন্যাস, পরিমার্জন এবং প্রকাশনার ব্যাপারেও তিনিই ফিকির করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রচেষ্টাকে কবূল করুন এবং পুস্তিকাটিকে আমাদের মাঝে দ্বীন ও দুনিয়া ধ্বংসকারী এ ঘাতক গুনাহ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উসীলা বানান, যাতে আমরা নিজেদের, সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্তদের ব্যাপারে পূর্ণরূপে সতর্ক হতে পারি।

স্নেহের নাতিন জামাতা মাওলানা শফিউয্যামান বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটির প্রুফ দেখেছেন এবং সম্পাদনা করেছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আ-মী-ন।

পুস্তিকা রচনায় সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা হয়েছে নির্ভুল করার। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের পরিধি ও সাধ্য সীমিত তাই কোনো তথ্য বা বানানে ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। কোনো ধরনের ভুল কারো দৃষ্টিগোচর হলে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

আব্দুল গাফ্ফার
১৭ রমজান ১৪৩১ হিজরী

# দু'টি কথা

عن عائِشةَ رضى اللهُ تعالى عنها قالت : يا رسولَ الله ! نرى الجهادَ أفضلَ العملِ أفلا نُجاهد ؟ فقال لكن أفضلُ الجهادِ حجٌ مبرورٌ .

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জিহাদকে আমরা সর্বোত্তম ইবাদত হিসেবে জানি, তাহলে আমরা নারীগণ কি জিহাদে অংশগ্রহণ করবো না? প্রতিউত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে) তবে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হল ত্রুটিমুক্ত, নির্ভেজাল হজ্ব।

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হল, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) ব্যক্তিগত আমলের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিরুৎসাহিত করেননি। নারীদের মানানসই কল্যাণমূলক কাজে নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন বরং করা উচিৎ। পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, الدين النصيحة (কল্যাণকামিতাই দ্বীন)। এ চেতনায় উজ্জীবিত হয়েই ক্ষুদ্র হলেও কিছু করার প্রচেষ্টা করেছি। বুক ভরা আশা, হয়ত এটুকুর বিনিময়েই আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের ক্ষুদ্র খাদেমা হিসেবে কবূল করে নিবেন।

মুফতী আব্দুল গাফ্ফার সাহেব (দা. বা.) বিভিন্ন মজলিসে যুগোপযোগী এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা করে থাকেন। (আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বারা আমাদের আরো উপকৃত করুন)। আলোচনাগুলো নিয়মিত রেকর্ড হয় এবং তাঁর খাদেমা হওয়ার সুবাদে রেকর্ডগুলো আমার হস্তগত হয়। সেখান থেকে বাছাই করে আমি কয়েকটি আলোচনা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি সে চেষ্টারই

ফসল। কাজ চলছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তৌফিক দিলে আগামীতে আরো বয়ান প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

সামাজিক ব্যাধির ন্যায় কিছু গুনাহ আমাদের মাঝে বর্তমান থেকে আমাদের আমল-আখলাক কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। এসব অপকর্মের রূপ যেমন জঘন্য, পরিণতিও তেমন ভয়ংকর। এগুলো এক একটা মরণব্যাধি, যা ব্যক্তি ও সমাজকে বরবাদ করে দেয়। চুপ থাকলে, সমাজকে সতর্ক না করলে, সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন এগুলো মহামারি আকার ধারণ করবে এবং সর্বত্র ছেয়ে যাবে। যেমনটি হয়েছিল লূত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এবং তাদের ভয়ানক পরিণতি ডেকে এনেছিল। পুস্তিকাটিতে তাদের সে করুণ ইতিহাসেরই সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। জ্ঞানীরা বলেন, 'ইতিহাসই সর্বোত্তম উপদেশদাতা'। স্বয়ং আল্লাহ পাকও কুরআনের একাধিক স্থানে তাদের ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

পুস্তিকাটিকে বর্তমানরূপ প্রদানের ক্ষেত্রে স্নেহের জামাতা মাওলানা সগীর আহমদ যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। আরো যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শ্রম দিয়েছেন তাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সার্বিক সফলতা দান করুন। আ-মী-ন।

উম্মে মাশকুর

১৭ রমজান ১৪৩১ হিজরী

# সূচিপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| হযরত লূত (আ.) | ০৯ |
| লূত সম্প্রদায় ও তাদের জনপদ | ১০ |
| লূত সম্প্রদায়ের পাপাচার | ১১ |
| মহাপাপের সূচনা | ১২ |
| লূত (আ.) এর কল্যাণকামিতা ও পাপ বর্জনের উদাত্ত আহ্বান | ১৪ |
| খোদায়ী গযবের প্রেক্ষাপট | ১৬ |
| শাস্তির ঘন্টা | ১৬ |
| আযাবের ফেরেশ্‌তার আগমন এবং রহস্যঘেরা আতিথেয়তা | ১৭ |
| বিস্ময়ভরা সুসংবাদ | ১৮ |
| ধ্বংসের ঘোষণা | ২০ |
| সেদিন যা ঘটেছিল | ২০ |
| কওমের ঔদ্ধত্য ও লূত (আ.) এর উৎকণ্ঠা | ২২ |
| ফেরেশ্‌তাদের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ | ২৩ |
| জনপদ ত্যাগের নির্দেশ | ২৫ |
| লূত (আ.) এর স্ত্রীর পরিণতি ও একটি শিক্ষা | ২৬ |
| পর্যায়ক্রমে তিনটি আযাব | ২৮ |
| নূহ সম্প্রদায়ের ধ্বংস | ২৯ |
| আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংস | ৩০ |
| ছামূদ জাতির ধ্বংস | ৩০ |
| মাদয়ানবাসীদের ধ্বংস | ৩১ |
| হিজ্‌র অধিবাসীদের ধ্বংস | ৩২ |
| মূসা (আ.) এর উম্মতের ধ্বংস | ৩২ |
| এ সকল ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা | ৩৩ |
| উম্মতে মুহাম্মদীর মারাত্মক কয়েকটি গুনাহ | ৩৫ |

## হযরত লূত (আ.)

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

*ইবরাহীমের প্রতি লূত বিশ্বাস স্থাপন করলেন। ইবরাহীম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[১]।*

লূত (আ.) ছিলেন জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ 'বাবেল' শহর। এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং ইবরাহীম (আ.) এর পরিবারও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-কে পয়গম্বর করে পাঠান। কিন্তু সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন।

নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে ইবরাহীম (আ.) এর মু'জিযা দেখে সর্বপ্রথম লূত (আ.) তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। শুধুমাত্র তিনি এবং ইবরাহীম পত্নী 'সারা' ব্যতীত কেউই ঈমান আনেনি। অবশেষে তাদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে ইবরাহীম (আ.) বাবেল ছেড়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্ডান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) কেনানে গিয়ে অবস্থান করেন, যা বাইতুল মুকাদ্দাসের অদূরেই অবস্থিত।

অতঃপর লূত (আ.)-কেও আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াত দান করে জর্ডান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী 'সাদূম' শহরের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন।

---

১. সূরা আনকাবূত/২৬

## লূত সম্প্রদায় ও তাদের জনপদ

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۝

*ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং পরস্পরে মিলিত বস্তিসমূহের বাসিন্দারা গুরুতর পাপ করেছিল। তারা তাদের পালনকর্তার রাসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করলেন[২]।*

জর্ডান ও ফিলিস্তিনের মধ্যস্থলে সাদূম, আমূরা, উমা, ছাবুবিম এবং বালে বা সূগর নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। তন্মধ্যে সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হত। হযরত লূত (আ.) সাদূমেই বসবাস করতেন। শহর পাঁচটির সমষ্টিকে কুরআনে 'মু'তাফিকাত' শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। মু'তাফিকাত মানে পরস্পরে মিলিত, মিশ্রিত। যেহেতু শহরগুলো পাশাপাশি অবস্থিত ছিল অথবা যেহেতু খোদায়ী গযবে শহরগুলো তছনছ হয়ে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল, এ জন্যই এগুলোকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আলোচ্য মু'তাফিকাত এর বাসিন্দারাই লূত সম্প্রদায় বা কওমে লূত। তাদের হিদায়াতকল্পেই লূত (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন।

লূত সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। তাফসীরে ইবনে কাছীরের ভাষ্য অনুযায়ী পাঁচ হাজার, তাফসীরে মাযহরীর এক বর্ণনা মতে চার লক্ষ এবং আরেক বর্ণনায় চল্লিশ লক্ষের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়াও এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের আরও বিরোধপূর্ণ মতামত বিদ্যমান রয়েছে। যেমনটি রয়েছে নবীগণের (আ.) সংখ্যার ব্যাপারে। কারও মতে তাঁদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, কারো মতে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার, আবার

২. আল হাক্কাহ : ৯-১০

কারো মতে দশ লক্ষ। কুরআন-সুন্নায় নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার কথা পাওয়া যায়নি বিধায় এসকল ক্ষেত্রে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

বলাইবাহুল্য যে, কুরআন-হাদীসের মাঝে এ সকল ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যার অনুল্লেখ কোনো ক্রমেই কুরআন-হাদীসের অপূর্ণতা নয়, বরং উভয়ের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। বস্তুত এ সকল সংখ্যা জানার মাঝে বিশেষ কোনো ফায়দা নিহিত নেই। আর ফায়দাহীন বিষয়াদি নিয়ে নির্লিপ্ততাই কুরআন-হাদীসের অন্যতম সৌন্দর্য।

## লূত সম্প্রদায়ের পাপাচার

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَ تَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ ﴿۲۹﴾

*লূত নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত রয়েছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ[৩]?*

কওমে লূতের আবাসভূমি ছিল উর্বর ও শস্য-শ্যামল। সেখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তবে দুঃখজনক হল, সুখে থাকলে অপরাধে লিপ্ত হওয়াই মানুষের স্বভাব। আল কুরআনের ভাষায়–

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰۤى ﴿۶﴾ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ﴿۷﴾

*মানুষ যখন দেখে যে, সে কারো মুখাপেক্ষী নয়, তখন অবাধ্যতা শুরু করে[৪]।*

---

৩. সূরা আনকাবূত : ২৯

৪. সূরা আলাক্ব : ৬-৭

কওমে লূতও মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কামপ্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল যে, লজ্জা-শরম ও ভালো-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যও ভুলে গিয়েছিল।

উপরোক্ত আয়াতে লূত সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রথমটি পুংমৈথুন, দ্বিতীয়টি রাহাজানি এবং তৃতীয়টি প্রকাশ্য মজলিসে অপকর্ম করা। মজলিসে তারা ঠিক কি ধরনের অপকর্ম করত তা কুরআন পাক নির্দিষ্ট করেনি। তাফসীরকারকগণ সে সকল গুনাহের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। উদাহরণত পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা, ইচ্ছাকৃতভাবে টাকার থলে পথে ফেলে রেখে পথিককে ধোঁকা দেয়া, শিস দেয়া, পথিকের গায়ে পাথর বা থুথু ইত্যাদি ছুঁড়ে মারা, লোকদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেয়া প্রভৃতি। এ সকল অপকর্ম এই নির্লজ্জেরা প্রকাশ্যেই করত।

আয়াতে উল্লেখিত প্রথম গুনাহটিই সর্বাধিক মারাত্মক। এর কারণেই লূত-জাতি চির অভিশপ্ত এবং ঘৃণিত হয়েছে। বস্তুত উহা ছিল এক মহাপাপ, যার সূচনা হয়েছিল তাদের দ্বারাই।

## মহাপাপের সূচনা

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

*আর প্রেরণ করেছি লূতকে, যখন সে তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি।*

৫. সূরা আরাফ : ৮০

হযরত লূত (আ.) এর কওম একেতো কাফের ছিল, অধিকন্তু তারা এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল, যা পূর্ববর্তী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠির মধ্যে পাওয়া যায়নি, বন্য পশুও যা ঘৃণা করে থাকে। অর্থাৎ একজন পুরুষ আরেক পুরুষের সঙ্গে যৌন কর্মে লিপ্ত হওয়া। আমর ইবনে দ্বীনার বলেন, এ জাতির পূর্বে পৃথিবীতে কখনও এহেন কুকর্ম দেখা যায়নি[৬]। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক বলেন, কুরআনে লূত (আ.) এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ না হলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এরূপ কাজ করতে পারে[৭]।

কওমে লূতের মাঝে বালকদের সঙ্গে অপকর্মের প্রচলন ঘটিয়েছিল ইবলীস। যার সূচনা এভাবে হয় যে, তাদের জনপদে প্রচুর ফল-ফসল হত। ইবলীস মানুষের আকৃতি ধরে তাদের ফসল নষ্ট করতে লাগল। মানুষেরা তাকে তাড়িয়ে দিত কিন্তু সে আবার এসে ফসল নষ্ট করতো। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, সে লোকদের ফসল নষ্ট করেই চলল। অবশেষে একদিন একজন বলল, তোমার উপদ্রব থেকে আমরা কীভাবে মুক্তি পাবো? ইবলীস আসতো ফুটফুটে বালকের আকৃতি ধারণ করে। সে উত্তর দিল, মুক্তি পেতে পারো যদি আমার সাথে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হও। প্রাথমিকভাবে তারা ফসল বাঁচানোর স্বার্থে ইবলীসের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হল।

ধীরে ধীরে তারা উহাতে এমন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে, এবার ইবলীস যেতে চাইলেও তারা যেতে দিতনা। বলত যাওয়ার প্রয়োজন নেই, তুমি এখানেই থাক। তখন থেকেই তাদের মধ্যে এই পাপাচার ছেয়ে যায়। এমনভাবে ছেয়ে যায় যে, তারা প্রকাশ্যে এই গুনাহ

---

৬. তাফসীরে মাযহারী

৭. তাফসীরে ইবনে কাছীর

করতো, কেউ বাধা দিতো না। এভাবেই চলতে লাগল তাদের অপকর্ম। জঘন্যতা, বর্বরতা এবং নির্লজ্জতায় তারা পশুকেও হার মানাল।

## লূত (আ.) এর কল্যাণকামিতা ও পাপ বর্জনের উদাত্ত আহ্বান

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ۝۸۰ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ۝۸۱

*এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি ? তোমরা তো কামবশত পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদের পরিবর্তে। তোমরা সীমা অতিক্রম করছ[৮]।*

উপরোক্ত আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হবে, প্রথমতঃ লূত (আ.) তাঁর কওমের পুংমৈথুনকে الفاحشة (আলিফ লাম যুক্ত) দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। ব্যাকরণগত কারণে এ শব্দের অর্থ হবে যাবতীয় গুনাহসমূহ অর্থাৎ যেন তিনি ঘোষণা করছেন, এ স্বভাববিরুদ্ধ ব্যভিচার একাই সমস্ত অশ্লীলতার সমাহার এবং যিনার চাইতেও কঠোর অপরাধ।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বললেন, 'এ নির্লজ্জ কাজ তোমাদের পূর্বে কেউ করেনি' এ উক্তির মাধ্যমে লূত (আ.) তাঁর কওমকে দু'ভাবে হুঁশিয়ার করেছেন।

---

৮. সূরা আ'রাফ : ৮০-৮১

এক. মানুষ অনুসরণপ্রিয়, অন্যের অনুসরণে অনেক সময় গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং যে অপরাধ পূর্বেও অনেকে করেছে, এমন অপরাধে লিপ্ত হলে সেটা অপেক্ষাকৃত হালকা মনে করা হয়। কিন্তু যে অপরাধ পূর্বে কেউ কল্পনাও করেনি, এমন অপরাধে লিপ্ত হওয়া অবশ্যই খুব ভারি এবং অধিক শাস্তিযোগ্য।

দুই. যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কোনো অপকর্মের উদ্ভাবন করে, তার কাঁধে নিজের অপকর্মের গুনাহ তো চাপবেই অধিকন্তু কিয়ামত অবধি যত মানুষ এ কুকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সকলের গুনাহও তার কাঁধে চেপে বসবে।

তৃতীয়তঃ লূত (আ.) তাদেরকে বললেন, 'তোমরা নারীদের পরিবর্তে পুরুষের সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হও?' এ কথা বলে তিনি ইঙ্গিত করলেন, মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি হালাল পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদের বিয়ে করা। এ পন্থা ছেড়ে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত চিন্তার পরিচায়ক।

সবশেষে তিনি বললেন, 'তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়' সুতরাং যৌনকার্যে তোমাদের যে আচরণ, তা মনুষত্বের সীমা অতিক্রম করেছে। এভাবেই লূত (আ.) স্বীয় উম্মতকে তাদের পাপাচারের জঘন্যতা ও ভয়াভহ পরিণাম সম্পর্কে সোচ্চার করতে সচেষ্ট হলেন। দিবা-নিশি নিরলস এক আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের আহ্বান জানিয়ে জাতিকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে উৎসাহ দিয়ে চললেন। এভাবে চলল বহুকাল এবং এক সময় পূর্ণ হল তাঁর দাওয়াতের দায়িত্ব। কিন্তু ফলাফল ছিল শূন্যের কোঠায়। দুই কন্যা এবং গুটি কয়েক ব্যক্তিবর্গ ছাড়া সকলেই হটকারীতার আশ্রয় নিল। এভাবেই তৈরী হল খোদায়ী গযবের প্রেক্ষাপট।

## খোদায়ী গযবের প্রেক্ষাপট

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۝

*লূত (আ.) এর দাওয়াতের প্রতিউত্তরে তাঁর কওম একথাই বলল যে, লূত পরিবারকে জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা পবিত্র সাজতে চায়[৯]।*

লূত (আ.) বহুবার, বহুরূপে তাদের মাঝে সত্যের অনুভূতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা করলেন কিন্তু তার এ আবেদন তারা আমলে তো নিলই না, অধিকন্তু অবাধ্য ও আক্রমণমুখী হয়ে উঠল এবং বিদ্রুপমাখা কণ্ঠে বলতে লাগল, এরা সেকেলে, যুগের হাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে জানে না, বেশী সাধু সাজতে চায়। এদের সমাজ থেকে বের করে দাও।

বর্তমানকালের এক শ্রেণীর আধুনিকতাপ্রিয় যুবক সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত অনেকটা লূত সম্প্রদায়ের ন্যায়ই। তারা সত্যাশ্রয়ী আলেম সমাজের স্নেহভরা উপদেশ বিদ্রুপের জলে ভাসিয়ে দিয়ে উল্টো তাদেরকে সেকেলে, ধর্মান্ধ এবং মূর্খ বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। উপরন্তু তাদের দেখলে নানাবিধ বিদ্রুপাত্মক উক্তি করে থাকেন। আল্লাহ তাদেরকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

## শাস্তির ঘণ্টা

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

৯. সূরা আ'রাফ : ৮২

*লূত (আ.) এর সত্যের আহ্বান এবং সতর্কবাণী শুনে তাঁর কওম বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এনে দেখাও। লূত বললেন, হে আল্লাহ! দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর[১০]।*

ইতিহাস থেকে প্রতীয়মান হয়, মানবজাতির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত নিয়ম এটাই যে, প্রথমে তিনি তাদেরকে দিকনির্দেশনা দেন এবং সতর্ক করেন। তথাপিও যদি মানুষ ঔদ্ধত হয় তবে গযব প্রেরণ করেন, ধ্বংস করেন। লূত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও তেমনটিই হল। সত্য গ্রহণের পরিবর্তে তারা চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করল এবং লূত (আ.) কে চ্যালেঞ্জ করে আযাব আনয়নের প্রস্তাব করল। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য চাইলেন এবং যথারীতি আযাবের আগমন ঘটল।

## আযাবের ফেরেশ্তার আগমন এবং রহস্যঘেরা আতিথেয়তা

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوا۟ سَلَـٰمًا ۖ قَالَ سَلَـٰمٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ ﴿٧٠﴾

*আমার প্রেরিত ফেরেশ্তারা ইবরাহীমের কাছে এসেছিল সুসংবাদ নিয়ে। তাঁরা সালাম বলল এবং তিনিও সালাম বললেন। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভুনা বাছুর নিয়ে এলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, আহার্যের দিকে মেহমানগণের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সন্দিগ্ধ হলেন এবং মনে মনে ভীত হলেন[১১]।*

---

১০. সূরা আনকাবূত : ২৯-৩০

১১. সূরা হূদ : ৬৯-৭০

লূত সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করার জন্য হযরত জীবরাঈল (আ.), মীকাঈল (আ.) এবং ইসরাফীল (আ.) কে প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে তারা ফিলিস্তীনে প্রথমে ইবরাহীম (আ.) এর সমীপে উপস্থিত হন। ফেরেশ্‌তাগণ মানবাকৃতিতে আগমন করায় ইবরাহীম (আ.) তাদের সাধারণ আগন্তুক মনে করে মেহমানদারীর আয়োজন করলেন। ইবরাহীম (আ.)-ই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে মেহমানদারীর প্রথা প্রবর্তন করেন[১২]।

তার নিয়ম ছিল যে, মেহমান ছাড়া একাকী কখনও খানা খেতেন না। খাবার সময় খোঁজ করে মেহমান নিয়ে এসে তাঁর সাথে খেতে বসতেন।

আগন্তুক মেহমানগণের জন্য অনতিবিলম্বে একটি বাছুর ভুনা করে পরিবেশন করলেন। কিন্তু ফেরেশ্‌তা তো পানাহার করেন না। কাজেই খাবারের দিকে তারা হাত বাড়ালেন না। এটা লক্ষ করে হযরত ইবরাহীম (আ.) আতঙ্কিত হলেন যে, হয়ত এদের মনে কোনো ফন্দি রয়েছে। ফেরেশ্‌তগণ তাকে শঙ্কিত দেখে স্পষ্টভাবে জনালেন যে, আপনি সঙ্কিত হবেন না। আমরা আল্লাহর ফেরেশ্‌তা। আপনাকে একটি সুসংবাদ প্রদান এবং লূত সম্প্রদায়ের প্রতি আযাব অবতীর্ণ করার জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি।

## বিস্ময়ভরা সুসংবাদ

قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ۝ وَ امْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَ مِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۝ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوْزٌ وَّ هٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ۭ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۭ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

১২. তাফসীরে কুরতুবী

*ফেরেশ্‌তাগণ বললেন, আপনি ভীত হবেন না, আমরা লূতের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তাঁর স্ত্রীও নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে হেসে ফেলল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দিলাম এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবেরও। সে বলল, কি আশ্চর্য! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ! তারা বলল, তুমি আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করছ ? হে নবীর গৃহবাসীরা! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রশংসিত, মহিমাময়*[১৩]।

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর বিবি সারা নিঃসন্তান ছিলেন। সন্তানের জন্য একান্ত উদগ্রীব ছিলেন তিনি। তখন ইবরাহীম (আ.) এর বয়স ছিল একশর উর্ধ্বে এবং তাঁর স্ত্রীর বয়স ছিল ছিয়ানব্বই। দু'জনেই বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হয়েছিলেন বিধায় বাহ্যতঃ সন্তান লাভের আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্‌তাদের মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তাঁরা অচিরেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন তার নাম হবে 'ইসহাক'। আরো অবহিত করা হল যে, ইসহাক দীর্ঘজীবী হবেন, সন্তান লাভ করবেন। তাঁর সন্তানের নাম হবে ইয়াকূব। উভয়ে নবুয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন। এ সুসংবাদ শুনে ইবরাহীম দম্পতি অতিশয় বিস্মিত এবং আনন্দিত হলেন।

অতঃপর ফেরেশ্‌তাগণ ইবরাহীম (আ.) কে বললেন, এবার আমরা লূত সম্প্রদায়ের জনপদে যাব এবং তাদের ধ্বংস করবো।

---

১৩. *সূরা হুদ : ৭০-৭৩*

## ধ্বংসের ঘোষণা

وَ لَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ؗ ۝

*যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা লূত (আ.) এর জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয়ই এর অধিবাসীরা জালিম। ইবরাহীম (চিন্তিত হয়ে) বললেন, এই জনপদে তো লূত রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কে আছে, তা আমরা ভালই জানি*[১৪]।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে ফেরেশ্‌তাগণ তথা হতে লূত সম্প্রদায়ের জনপদে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ধ্বংস করলেন। তাদের কুকর্ম যেমন নতুন এবং দৃষ্টান্তহীন ছিল তেমনি তাদের প্রতি প্রেরিত আযাবও অভিনব ও দৃষ্টান্তহীন ছিল।

## সেদিন যা ঘটেছিল

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ۝ وَ جَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَ مِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ۝

*যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণ লূত (আ.) এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তাদের আগমনে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন এবং বললেন,*

---

১৪. সূরা আনকাবূত : ৩১-৩২

*আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। আর তার কওমের লোকেরা হৈ-হুল্লোড় করতে করতে তার গৃহপানে ছুটে এল। বস্তুত পূর্ব হতেই তারা কুকর্মে তৎপর ছিল*[১৫]।

ঠিক মধ্যাহ্নে এই মহান তিন ফেরেশতা সাদূম জনপদে আগমন করলেন ফুটফুটে যুবকের আকৃতিতে। একদিকে ফেরেশতাসুলভ নূর অন্যদিকে যুবক আকৃতি– সব মিলিয়ে অপরূপ দেখাচ্ছিল তাদের। ইতিপূর্বে এ জনপদে এমন সুন্দরের দেখা মেলেনি। লূত (আ.) এর কন্যাদ্বয় একটি ক্ষেতে কাজ করছিল। ফেরেশতাগণ তথায় গমন করলেন এবং তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, আজ রাতে আমাদের আতিথেয়তা করার মত এ জনপদে কেউ আছে কি? তাদের দর্শনে মেয়েরা ভীত হলেন। লোকদের অপকর্মের কাহিনী তাদের জানা ছিল বৈ কি। বললেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, এখানে মেহমানদের জন্য একটি ঘর রয়েছে। দেখে আসি ঘরের অধিবাসীরা আপনাদের অতিথি হিসেবে গ্রহণ করবে কি না। তারা দ্রুত গিয়ে পিতাকে অতিথিদের আগমন সম্পর্কে অবহিত করলেন।

সব শুনে লূত (আ.) ভীষণ চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, কওমের একটি ব্যক্তিও তার অনুগত নয়। এহেন পরিস্থিতিতে তাদের কু-প্রবৃত্তি থেকে অতিথিদের সম্ভ্রম কী করে রক্ষা করি! তবে কি মেহমানদের প্রত্যাখ্যান করব? তা-ই বা কী করে হয়, এটা যে নবীগণের শানের বিপরীত। প্রত্যেক নবীই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। এরূপ উভয় সংকটে পড়ে তিনি বললেন, আজকের দিনটি অতি সংকটময় দিন।

অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন, মেহমানদের গ্রহণ করবেন। তবে গোপনে, সকলের দৃষ্টির আড়ালে। হযরত জিবরাঈল

---

১৫. *সূরা হূদ : ৭৭-৭৮*

(আ.) নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে লূত (আ.) কে পর পর চারবার প্রশ্ন করলেন, আপনার কওম কেমন ? প্রতিবারেই তিনি উত্তর দিলেন, তারা নিকৃষ্ট জাতি। হযরত জিবরাঈল বললেন আমীন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে এ মর্মে আদিষ্ট ছিলেন যে, কোনো জাতিকে ধ্বংসের পূর্বে তাদের সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ততা সম্পর্কে কমপক্ষে চারবার তাদের নবীর সাক্ষ্য নিতে হবে। তাই অতি কৌশলে তিনি এ দায়িত্ব পূর্ণ করলেন।

হযরত লূত (আ.) এর স্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফেরদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুদর্শন নওজোয়ান আকৃতিতে যখন লূত (আ.) এর গৃহে উপনীত হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদের খবর দিল যে, আজ আমাদের গৃহে এরূপ মেহমান আগমন করেছে। হযরত লূত (আ.) এর আশংকা যথার্থ প্রমাণিত হল। সংবাদ পাওয়া মাত্রই কওমের লোকেরা আত্মহারা হয়ে তাঁর গৃহপানে ছুটে এল। লূত (আ.) মেহমানদের সম্মান রক্ষার্থে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

## কওমের ঔদ্ধত্য ও লূত (আ.) এর উৎকণ্ঠা

قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ؕ
اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ۝ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ
لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ۝ قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۝

*লূত (আ.) বললেন, হে আমার কওম! এই যে আমার সম্প্রদায়ের মেয়েরা রয়েছে। এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতমা। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই? তারা*

*বলল, লূত! তুমি তো জান যে, মেয়েদের নিয়ে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। আর আমরা কি চাই- তাও তুমি অবশ্যই জান। লূত (আ.) বললেন, হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোনো সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম[১৬]।*

দুর্বৃত্ত লূত সম্প্রদায় লূত (আ.) এর গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করল। লূত (আ.) তাদের বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং কওমের কন্যাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বৈধভাবে স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর। এবং মিনতি জানিয়ে বললেন, আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না। তোমাদের মাঝে কি কোন ন্যায়-নিষ্ঠ ভালো মানুষ নেই?

কিন্তু তাদের মধ্যে শালীনতা ও মনুষত্বের লেশমাত্র ছিল না। তারা একযোগে বলে উঠল, আপনি তো জানেনই যে, বধূ-কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা কি চাই, তা আপনি ভালই জানেন।

লূত (আ.) যখন দেখলেন যে, তাদের কোনোভাবেই প্রতিরোধ করা সম্ভব না, তখন ভীষণভাবে চিন্তিত হলেন এবং বললেন, হায় ! আমি যদি তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হতাম, অথবা আমার আত্মীয়-স্বজন এখানে থাকত, যারা এই জালিমদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতো, তাহলে কত ভাল হত!!

## ফেরেশ্‌তাদের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ

قَالُوْا لَا تَخَفْ وَ لَا تَحْزَنْ ۫ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَ اَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۳۳﴾ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰۤى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۳۴﴾

---

১৬. সূরা হুদ : ৭৮-৮০

ফেরেশ্‌তাগণ বললেন, আপনি ভয় করবেন না এবং চিন্তিতও হবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো, আপনার স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাযিল করব, তাদের পাপাচারের কারণে[১৭]।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, লূত সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তরা যখন লূত (আ.) এর গৃহদ্বারে সমবেত হল, তখন তিনি গৃহদ্বার রুদ্ধ করেছিলেন। ফেরেশ্‌তাগণ গৃহের মধ্যে অবস্থান করে আড়াল হতে দুষ্টদের কথাবার্তা শুনছিলেন। লোকেরা দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ এবং কপাট ভাঙ্গতে উদ্যোগী হল। এমন সঙ্গীন মুহূর্তে লূত (আ.) যারপরনাই বিচলিত হলেন। ফেরেশ্‌তাগণ তাঁর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করলেন এবং বললেন, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন, আপনার দলই শক্তিশালী। আমরা মানুষ নই বরং আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশ্‌তা। ওদের ধ্বংস করতেই আমরা আগমন করেছি।

ফেরেশ্‌তাগণ লূত (আ.)-কে গৃহদ্বার খুলে দিতে বললেন। তিনি দুয়ার খুলে দিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) ওদের লক্ষ্য করে তাঁর পাখার ঝাপটা দিলেন। ঝাপটার প্রচণ্ডতায় সকলের চোখ চেহারার সঙ্গে লেগে সমান হয়ে গেল এবং সকলেই অন্ধ হল। তখন দেয়াল বা গাছপালা হাতড়ে যে যেভাবে পারল বাড়ী ফিরে গেল। যাওয়ার সময় শুধু বলে গেল, আগামীকাল দেখে নিব। লূত (আ.) কিছুটা চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, এ অবাধ্য জাতি যদি এহেন বিদ্বেষী ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে, তবে সমূহ ক্ষতিসাধনের আশংকা

---

১৭. সূরা আনকাবূত : ৩৩-৩৪

রয়েছে। তাই ফেরেশতারা তাকে আশ্বস্ত করলেন এবং অবিলম্বে এ অভিশপ্ত জনপদ ত্যাগ করতে বললেন।

## জনপদ ত্যাগের নির্দেশ

قَالُوا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ۭ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ۭ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۭ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ۝

*ফেরেশ্‌তাগণ বললেন, হে লূত! আমরা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশ্‌তা। কওমের লোকেরা আপনার ক্ষতি সাধনে সমর্থ্য হবে না। আপনি ভোর রাতেই স্বীয় পরিবার নিয়ে জনপদ ত্যাগ করুন। আর আপনাদের কেউ যেন পিছনের দিকে না তাকায়। তবে ওদের উপর যে আযাব আসবে, সে আযাবে আপনার স্ত্রীও পতিত হবে। ভোর বেলায়ই ওদের আযাবের সময়। ভোর কি খুব নিকটে নয়[১৮]?*

'আহল' শব্দের অর্থ পরিবার। এখানে পরিবার বলতে লূত (আ.) এর কন্যাদ্বয়কে বোঝানো হয়েছে। কারণ, শুধুমাত্র তারা দুজনই ঈমান এনেছিলেন। কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, তারা ব্যতীতও কওমের হাতে গোনা কয়েকজন ঈমান এনেছিলেন। এখানে পরিবার বলে তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা লূত (আ.)-কে আদেশ দেন যে, দুই কন্যা এবং অন্যান্য ঈমানদারগণকে নিয়ে শেষ রাতেই বস্তি ত্যাগ করুন এবং পেছনে ফিরে দেখবেন না। কারণ, আপনারা

---

১৮. সূরা হুদ : ৮১

চলে যাওয়া মাত্রই কালবিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে। হযরত লূত (আ.) এ নির্দেশমত মুমিনদেরকে নিয়ে রাতেই সাদূম ত্যাগ করেন।

## লূত (আ.) এর স্ত্রীর পরিণতি ও একটি শিক্ষা

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾

*আমি লূতকে এবং তার পরিবারকে বাঁচিয়ে দিলাম। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে নয়, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হল[১৯]।*

আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়াকে আজব শিক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন। কট্টর মূর্তিপূজক আযরের ঘরে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম (আ.)-কে পয়দা করেছেন আবার তাওহীদের ধারক নূহ (আ.)-এর ঘরে মুশরিক সন্তান দান করেছেন। এ সবই তাঁর অসীম কুদরত ও সীমাহীন হিকমতের নিদর্শন। লূত (আ.)-এর মত মর্যাদাবান নবীর স্ত্রী হয়েও আলেহা ঈমান আনেনি। অধিকন্তু সে দুর্বৃত্ত কওমের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করত। এ কারণে লূত (আ.) জনপদ ছাড়ার সময় তাকে সঙ্গে নেননি। সে কওমের সঙ্গেই আযাবে নিপতিত হল। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, তার স্ত্রীও সঙ্গে যাচ্ছিল। কিন্তু সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে পেছনে ফিরে তাকাল এবং কওমের শোচনীয় পরিণতি দেখে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ একটি পাথরের আঘাতে সে প্রাণ ত্যাগ করল।

লক্ষণীয় যে, আলেহা কাফের ছিল। তাই নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাকে ছেড়ে দেননি। তেমনিভাবে খাজা আবূ তালেব এবং নূহ (আ.)-এর পুত্রও আযাবে নিপতিত হয়েছে। নবীর চাচা বা ছেলে বলে তাদেরকে ক্ষমা করা হয়নি। এ সকল ঘটনা এ

---

১৯. *সূরা আ'রাফ : ৮৩*

কথাই প্রমাণ করে যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে সকলেই স্বতন্ত্র, সকলকেই নিজের পরকালের পুঁজি যোগাতে হবে। অন্যের উপর বিন্দুমাত্র ভরসা করা চলবে না। এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কলিজার টুকরা ও সর্বাধিক প্রিয় সন্তান ফাতিমা (রা.)-কে বলেছিলেন. হে ফাতিমা ! নিজের জন্য আমল কর, কিয়ামতের দিন আমি তোমার কোনো উপকারে আসব না।

যে সকল ভায়েরা বলেন, আমাদের পীরই আমাদের পার করবেন, তারা এ সকল ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। যা হোক, লূত (আ.) লোকজনসহ জনপদ ত্যাগ করার পরই কওমে লূতের উপর আল্লাহ তা'আলা পর্যায়ক্রমে তিনটি ভয়াবহ আযাব নাযিল করলেন।

## পর্যায়ক্রমে তিনটি আযাব

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ۝ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

*সূর্যোদয়ের সময় লূত সম্প্রদায়কে প্রচণ্ড একটি শব্দ এসে আঘাত করল। অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর কঙ্করের প্রস্তর বর্ষণ করলাম[২০]।*

হযরত লূত (আ.) নিরাপদে প্রস্থানের পর আল্লাহ তা'আলা লূত সম্প্রদায়ের উপর পর্যায়ক্রমে তিনটি আযাব প্রেরণ করলেন ঃ

**এক.** ভোরে হযরত জিবরাঈল (আ.) জনপদবাসীকে লক্ষ করে এক বিকট চিৎকার দিলেন। জিবরাঈল (আ.) অবিশ্বাস্য ক্ষমতা আর মহাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন সজোরে বিকট চিৎকার দিলেন, তখন চিৎকারের প্রচণ্ডতায় মুহূর্তেই সকলের প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করল।

---

২০. *সূরা হিজর : ৭৩-৭৪*

**দুই.** ছয়শত ডানা আছে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর। দিগন্তে দাঁড়িয়ে ডানাগুলো ছড়ালে গোটা দিগন্তই ঢাকা পড়ে যায়। মাত্র একটি ডানার অগ্রভাগ দ্বারা পাঁচটি বড় বড় শহরের সমষ্টি এ জনপদটিকে তিনি মহাশূন্যে তুলে নিলেন; এবং এত উপরে আনলেন যে, আকাশের ফেরেশ্‌তারা জনপদের পশু-পাখীর হাক-ডাক শুনতে পাচ্ছিল, তাও আবার এমন নিঃকম্প ও নিখুঁতভাবে যে, পাত্রের পানি যেভাবে ছিল সেভাবেই রইল, একটুও নড়ল না, একটুও পড়ল না।

এভাবে মহাশূন্যে তোলার পর তিনি জনপদটিকে উল্টে আবার পৃথিবীতে সজোরে আঁছড়ে ফেললেন। ফলে জনপদটি ভু-পৃষ্ঠের অতলে নিমজ্জিত হল। বাইতুল মুকাদ্দাস ও জর্ডান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূ-খণ্ডটি 'লূত সাগর' বা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিত। এ ভূ-ভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে অনেক নীচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশে নদীর আকারে আশ্চর্য ধরনের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোনো মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবিত থাকে না। এ কারণেই একে 'মৃত সাগর' বলা হয়।

**তিন.** জিবরাঈল আমীন যখন নীচ থেকে গোটা ভূ-খণ্ডকে উপরে তুলে নিচ্ছিলেন, তখন উপর থেকে আল্লাহ তা'আলা অবিরাম ধারায় পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করছিলেন। প্রত্যেক পাথরে ঐ ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে হত্যা করার জন্য পাথরটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। মুফাস্‌সিরগণ লেখেন, আযাব অবতরণের সময় কওমে লূতের এক ব্যক্তি হারাম শরীফে অবস্থানরত ছিল। হারামে সকলেই নিরাপদ থাকবে এটাই আল্লাহর বিধান। তাই আযাব তাকে তৎক্ষণাৎ স্পর্শ করেনি। যেই সে হারাম থেকে বের হল অমনি তার নাম খোদাইকৃত একটি প্রস্তর তীরবেগে তাকে আঘাত করল এবং মৃত্যু ঘটাল।

এভাবেই সমূলে বিনাশ হল লূত সম্প্রদায়। আল্লাহ তা'আলা তাদের মৃত জনপদকে নিদর্শন বানিয়ে রাখলেন পরবর্তীদের জন্য। এ নাফরমান জাতির শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন: وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ *(আলোচ্য ঘটনাস্থল এবং ঘটনাকাল বর্তমানকালের পাপীদের থেকে দূরে নয়, খুবই কাছে*[২১]*।* অন্যত্র বলেছেন : اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ *নিশ্চয়ই লূত জাতির ইতিহাসের মাঝে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে*[২২]*।*

শুধু লূত সম্প্রদায়ই নয় বরং যারাই পাপাচার করেছে, ঔদ্ধ্যত হয়েছে, তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, পাপের সমুচিত শাস্তি পেয়েছে। আল্লাহর আযাবের ফলে তাদের জনপদগুলো জনশূন্য হওয়ার পর পুনরায় আবাদ হয়নি। সেসব পরিত্যক্ত এলাকা এবং ঘর-বাড়ীকে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীদের জন্য শিক্ষার উপকরণ বানিয়েছেন। আল কুরআনের ভাষ্যে- لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا *(এসব জনপদ জনশূন্য হওয়ার পর পুনর্বার আবাদ হয়নি, তবে কয়েকটি এর ব্যাতিক্রম।)* নূহ সম্প্রদায়, আদ সম্প্রদায়, সমূদ সম্প্রদায়সহ আরো যাদের কথা শুনেছেন, তারা সবাই এ পথেরই পথিক।

## নূহ সম্প্রদায়ের ধ্বংস

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ۭ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

২১. *সূরা হুদ : ৮৩*
২২. *সূরা হিজর : ৭৫*

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মাঝে নয়শত পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছিলেন (তথাপিও তারা ঈমান আনল না)। অতঃপর তাদেরকে গ্রাস করল মহাপ্লাবন, যখন তারা পাপ করছিল। আমি নূহকে এবং নৌকারোহীদের রক্ষা করলাম এবং নৌকাটিকে নিদর্শন বানালাম বিশ্ববাসীদের জন্য[২৩]।

## আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংস

فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٢﴾

হুদ (আ.) অবাধ্য আদ সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আযাবের অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি। অনন্তর আমি হুদকে এবং তার সঙ্গী মুমিনদেরকে রক্ষা করলাম স্বীয় অনুগ্রহে। আর যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করত, তাদের মূল কেটে দিলাম[২৪]।

## ছামূদ জাতির ধ্বংস

فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ۭ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِىِٕذٍ ۭ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿٦٦﴾ وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٧﴾ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۭ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۭ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ﴿٦٨﴾

---

২৩. সূরা আনকাবূত : ১৪-১৫

২৪. সূরা আ'রাফ : ৭১-৭২

সালেহ (আ.) ছামূদ জাতিকে বললেন, তোমরা নিজ গৃহে মাত্র তিনটি দিন উপভোগ করে নাও (এর পরেই আল্লাহর আযাব আসবে)। এটা এমন সংবাদ, যার ব্যতিক্রম হবে না। অতঃপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হল, তখন আমি সালেহকে এবং তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে বাঁচিয়ে দিলাম এবং সেদিনকার অপদস্থতা থেকে রক্ষা করলাম। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তাই সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। আর পাপীদের আঘাত করল ভয়ংকর গর্জন। ফলে ভোরে তারা নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল (এবং তাদের জনপদে প্রাণী বলতে কিছু জীবিত ছিল না) কেমন যেন তারা কোনো দিনই সেখানে ছিল না। জেনে রাখুন, ছামূদ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছিল। আরো জেনে রাখুন যে, ছামূদ জাতির জন্য রয়েছে অভিসম্পাত[২৫]।

## মাদয়ানবাসীর ধ্বংস

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩٤﴾ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ﴿٩٥﴾

আর আমার হুকুম যখন এল, আমি শুআইব এবং তার সঙ্গী মুমিনদেরকে নিজ রহমতে রক্ষা করি। আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন পতিত হল। ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা সেখানে কোনো কালেই বসবাস করেনি। জেনে রাখুন, ছামূদ জাতির ন্যায় মাদয়ানবাসীর উপরও অভিসম্পাত[২৬]।

---

২৫. সূরা হুদ : ৬৫-৬৮

২৬. সূরা হুদ : ৯৪-৯৫

## হিজ্‌র অধিবাসীর ধ্বংস

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا
مُعْرِضِيْنَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾ فَاَخَذَتْهُمُ
الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٣﴾ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٤﴾

*নিশ্চয়ই হিজরের বাসিন্দারা পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারা পাহাড় খোদাই করে ঘর বানিয়ে নিশ্চিন্তে থাকত। অতঃপর এক প্রত্যুষে তাদেরকে একটি শব্দ এসে আঘাত করল। তাদের উপার্জিত বস্তুগুলো তখন কোনো কাজেই আসল না*[২৭]।

## মূসা (আ.) এর উম্মতের ধ্বংস

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا
فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ﴿٣٩﴾

*আমি কারুন, ফেরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল। অতঃপর তারা দেশে দম্ভ করেছিল। কিন্তু তারা জিতে যায়নি*[২৮]।

উল্লেখিত এ সম্প্রদায়গুলো ছাড়াও আরো অনেক জাতিকে আল্লাহ তা'আলা সমূলে ধ্বংস করেছেন, গুনাহের কারণে পাকড়াও করেছেন এবং পাপের উচিৎ শাস্তি দিয়েছেন। কুরআনের ভাষ্যে–

---

২৭. *সূরা হিজর : ৮০-৮৪*
২৮. *সূরা আনকাবূত : ৩৯*

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

*আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রবল বাতাস, কাউকে আঘাত করেছে বজ্রপাত, কাউকে বিলীন করেছি ভূ-গর্ভে আবার কাউকে পানিতে নিমজ্জিত করেছি। আল্লাহ তাদের প্রতি অবিচার করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে*[২৯]।

## এ সকল ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝ اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ۫ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

*আমি আপনার কাছে পূর্বের জাতিসমূহের স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐ সকল বিষয় বর্ণনা করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। যারা কুচক্র করে, তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে না যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দিবেন কিংবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আযাব আসবে, যা তাদের ধারণাতীত? কিংবা চলা-*

---

২৯. সূরা আনকাবূত : ৪০

*ফেরার মাঝেই তাদেরকে পাকড়াও করবেন, তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না, কিংবা ভীতি প্রদর্শনের পর তাদেরকে পাকড়াও করবেন ? তোমাদের পালনকর্তা তো অত্যন্ত নম্র, দয়ালু*[৩০]।

কুরআন কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয়। কুরআন হল একটি নির্দেশনা। উহাতে পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সাধারণ আদত বা নেযাম অবহিত করানোর জন্য যে, পাপের কারণে তিনি বান্দাকে শোচনীয় পরিণতি দান করেন। পাপী যে কোনো সময় ধৃত হতে পারে, ঘরে বা বাইরে অথবা পথ চলার মাঝে। 'পাপ করলে নিরাপদ নয় এবং নিরাপদ থাকতে চাইলে পাপ নয়'– একথা হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দেওয়ার জন্যই কুরআনে পুন পুন এ সকল ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

সকল গুনাহই ঘৃণিত, ভয়াভহ। বিশেষ করে যে সকল গুনাহের কারণে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, সেগুলো অধিকতর ভয়াভহ। যেমন, কওমে লূতের শির্ক, পুংমৈথুন, রাহাজানি এবং প্রকাশ্য অশ্লিলতা, মাদয়ানবাসীর শিরক, ওজনে কম দেয়া এবং ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়া, ফেরাউনের খোদাদ্রোহীতা, হত্যা এবং নিপীড়ন ইত্যাদি। উম্মতে মুহাম্মদীরও বিশেষ কিছু ভয়াভহ গুনাহ রয়েছে, যেগুলোতে তারা লিপ্ত হচ্ছে ও ভবিষ্যতে আরো হবে এবং এক পর্যায়ে তা মহাধ্বংস তথা কিয়ামত ডেকে আনবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং উহাদের ভয়াভহ পরিণাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

---

৩০. সূরা নাহ্‌ল : ৪৪-৪৭

## উম্মতে মুহাম্মদীর মারাত্মক কয়েকটি গুনাহ

إِذَا اتُّخِذَ الفَيءُ دُوَلا وَ الأمانةُ مَغْنَمًا وَ الزكاةُ مَغْرَمًا وَ تُعُلِّمَ لغَيرِ الدِّيْنِ و أطاعَ الرجلُ امرأتَه وَ عَقَّ أمَّه وَ أدنَى صديقَه وَ أقْصَى أبَاه وَ ظَهَرتِ الأصْواتُ في المَسَاجِدِ وَ سَادَ القبيلةَ فَاسِقُهُمْ وَ كان زعيمَ القومِ أرذلُهم و أُكرمَ الرجلُ مخافةَ شرِه وَ ظهرتِ الْقَيْنَاتُ وَ المَعَازِفُ وَ شُربتِ الخمورُ و لَعَن آخرُ هذه الأمةِ أولَّها فَلْيرْتَقِبُوا عندَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْراءَ وَ زَلْزَلَةً وَ خَسْفًا وَ قَذفًا وَ آياتٍ تَتَابَعُ كنِظامٍ بالٍ قُطعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ.

*যখন রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে, যাকাতকে ট্যাক্স মনে করা হবে, আমানতকে গনীমত মনে করা হবে, লোকেরা পার্থিব স্বার্থে ইলম শিক্ষা করবে, স্বামীরা স্ত্রীর অনুসরণ করবে এবং মা-কে কষ্ট দিবে, বন্ধু-বান্ধবকে কাছে টেনে নিবে এবং পিতাকে দূরে সরিয়ে দিবে, মসজিদে উচ্চস্বরে বাক্যালাপ হবে, সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি জাতির কর্ণধার হবে, ক্ষতির আশংকায় মানুষকে সম্মান করা হবে, মদ্যপান চলবে এবং এই উম্মতের শেষ প্রজন্ম প্রথম প্রজন্মের সমালোচনা করবে, তখন যেন তারা অপেক্ষা করে অগ্নিবায়ু, ভূমিকম্প, ভূ-ধস, আকৃতির বিকৃতি এবং পাথর বৃষ্টির। তারা যেন অপেক্ষায় থাকে একের পর এক মুসীবতের, ঠিক যেমনটি একের পর এক দানা পড়তে থাকে পুরাতন মালা ছিঁড়ে গেলে*[৩১]।

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ যামানার বিশেষ দশটি অপরাধের কথা তুলে ধরেছেন–

---

৩১. *তিরমিযী শরীফ : ২২১১*

এক. **'দেশ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করে কুক্ষিগত করবে।'**– রাষ্ট্রের সম্পদ আত্মসাৎ করা যে চরম অবৈধ এ অনুভূতিই যেন আজ নিঃশেষিত হয়েছে। বরং এ জঘন্যতাকেই দক্ষতা এবং সফলতা মনে করা হয়। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের অবুঝ শিশু বাইতুল মাল থেকে মাত্র একটি আপেল নিয়েছিল বলে তিনি ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন এবং উহা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাইতুল মালে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের সে আদর্শ থেকে আজ আমরা কত দূরে! পূর্বসূরীদের জীবনাদর্শ পরিত্যাজ্য হওয়ার এমন নজির অন্য কোথাও মেলে না।

দুই. **'যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে'**– যাকাত ইসলামের অন্যতম বিধান। যাকাত আমাদের সম্পদকে পবিত্র করে এবং সম্পদের বৃদ্ধি ঘটায়। বুখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যাকাত অনাদায়কারীর সম্পদকে কিয়ামত দিবসে দুটি বৃহদাকার অজগরের আকৃতি প্রদান করা হবে। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত অনাদায়কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। ইসলামে যাকাতের এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আজ তা আমাদের নিকট অবহেলিত বরং বিরক্তিকর।

তিন. **'পার্থিব স্বার্থে ইল্‌ম শিক্ষা করা হবে'**– ইল্‌ম একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই শিখতে হয়। এর মাঝে জাগতিক কোনো উদ্দেশ্য কোনোরূপেই বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন–

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيْحَهَا .

*যে ইল্‌ম আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিকল্পে অর্জন করতে হয়, উহাকে যদি কেউ পার্থিব সম্পদ লাভের আশায় অর্জন করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।*

চার. **'স্ত্রীর অনুগত এবং মা-র অবাধ্য হবে'**– স্ত্রীর অন্ধ আনুগত্য সামাজিক এক ব্যাধির রূপ নিচ্ছে। মূলতঃ জন্তু-জানোয়ারের মাঝে স্ত্রীলিঙ্গের অনুগত হওয়ার প্রবণতা অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। যেদিন থেকে এ প্রবণতা মানুষের মাঝে সংক্রমিত হয়েছে, সেদিন থেকে মানব সমাজে নানাবিধ গুনাহ্‌র দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। দুটি শর্ত সাপেক্ষে স্ত্রীর কথা মান্য করা বৈধ–

ক. স্ত্রীর কথা বা আবদার শরীয়তসম্মত হতে হবে। বর্তমানে স্ত্রীর কথায় আমরা ঘরে টিভি, ডিস ইত্যাদির স্থান দিচ্ছি, সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা হতে বঞ্চিত করছি, পিতা-মাতা, ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছি, এমনকি তার মন রক্ষার্থে দাড়ি কামিয়ে নিজেকে পাশ্চাত্য সাংস্কৃতির ধাঁচে গড়ে তুলছি। শরীয়তের আহকামাদির প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে স্ত্রীর যাবতীয় অন্যায় আবদার পূরণে সচেষ্ট হওয়া মূলতঃ আল্লাহকে পরিত্যাগ করে স্ত্রীর প্রভুত্বকে বরণ করে নেয়ার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অনুধাবনের যোগ্যতা প্রদান করুন।

খ. স্বামীর সামর্থ্য থাকতে হবে। স্ত্রীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে অনেকেই অবৈধ উপার্জনের পথ বেছে নেন। সুদ-ঘুসের কোনোরূপ তোয়াক্কা না করে নির্বিচারে হালাল-হারাম উপার্জন করতে আত্মনিয়োগ করেন। এ্‌ প্রবণতা অবশ্যই বর্জনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সৃষ্টির মনোরঞ্জনকল্পে স্রষ্টাকে অসন্তুষ্ট করা বৈধ নয়'।

এখানে আরো একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ ও পরিবারবদ্ধ হয়ে তাকে বসবাস করতে হয়। সমাজের সকলের হক ইসলাম নির্ধারিত করে দিয়েছে। সুতরাং আমি যে দশজনের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করছি, তাদের প্রত্যেকেরই নির্ধারিত হক আমার উপর রয়েছে। সে হক সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উদাসীন হওয়া চলবে না। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের হকই যথাযথভাবে আদায় করা অপরিহার্য। কারণ, হক নষ্ট করা মারাত্মক অপরাধ এবং জুলুম। আর জুলুম করে কেউ নেককার হতে পারে না, যদি সে সারা দিন রোযা আর সারা রাত্রি নামাযে লিপ্ত থাকে তবুও না। নেককারের সংজ্ঞাই হল اَلْقَائِم بِحُقُوْقِ اللهِ وَحُقُوْقِ الْعِبَاد অর্থাৎ আল্লাহ এবং বান্দার হক আদায়কারী প্রকৃত নেককার।

বান্দার হক সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ

*তোমরা আল্লাহর এবাদত করো, তার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং সদ্ব্যবহার করো পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়দের সাথে, এতীম-মিসকীনের সাথে, প্রতিবেশীর সাথে, মুসাফির এবং তোমাদের অধীনস্তদের সাথে।*

পাঁচ. **'বন্ধুবর্গের সঙ্গে হৃদ্যতা অথচ পিতার সঙ্গে বৈরী ভাব থাকবে'**– এ ঘৃণ্য আচরণ এ যাবৎকাল পশ্চিমাদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হত। তারা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে রাত-দিন এমন আড্ডায় মেতে উঠে

যে, দেখে বুঝার উপায় নেই এরা যে পর। অথচ পিতা-মাতা চাকরি হতে অবসর নিলেই তাদের ঠিকানা মিলে বৃদ্ধাশ্রমে। বন্ধু বিপদে পড়লে যেন দায়িত্ববোধ উথলে উঠে, আর পিতা-মাতা উপবাস থাকলেও সেদিকে কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ করে না সভ্যতার দাবীদার ও কথিত মানবতাবাদী এসব ধোঁকাবাজের দল। অত্যন্ত পরিতাপের হলেও সত্য যে, এ মহামারি আজ মুসলমানদের মাঝেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের দুনিয়া-আখেরাতের শস্যক্ষেত্র সমূলে বিনাশ করছে।

ছয়. **'মসজিদে উচ্চস্বরে বাক-বিতণ্ডা হবে'** – বিশেষত মসজিদ পরিচালনা কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া চাই। সর্বদা মনে রাখতে হবে, মসজিদের যাবতীয় বিষয়াদির পরিচালক আমরা হলেও ঘর কিন্তু আল্লাহর। কাজেই উহার আদব রক্ষা করা আবশ্যক। একবার জনৈক মেহমান মসজিদে নববীতে উচ্চস্বরে কথা বললে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন– তুমি মেহমান, নচেৎ তোমাকে আমি প্রহার করতাম।

সাত. **'জাতির কর্ণধার হবে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি'**– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সেই-ই, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। শাসক বা বিচারক হওয়ার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান প্রধান শর্ত। অথচ দেখুন, বর্তমানের শাসক গোষ্ঠীর মাঝে ধর্মীয় জ্ঞানের ছিটে ফোঁটাও থাকে না। অধিকন্তু তারা ধর্ম সম্বন্ধে হাজারো বিরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন। এছাড়াও সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি ও মিথ্যাচারিতা প্রভৃতি পাপাচারই হয় তাদের অগ্রগতির হাতিয়ার।

আট. **'মানুষকে সম্মান করা হবে তার অনিষ্টের ভয়ে'**– এটা সমাজের এক নিকৃষ্ট ব্যাধি। এর কারণেই আজ সমাজে প্রকৃত সম্মানী

অবহেলিত এবং দুষ্ট ও দুর্বৃত্ত শ্রেণী পদ ও মর্যাদা প্রাপ্ত। এ পরিস্থিতির অবসান হওয়া উচিৎ।

নয়. **'মদ্যপান শুরু হবে'** – নেশা সৃষ্টিকারী সকল দ্রব্যই এর অন্তর্ভুক্ত এবং এক ফোটা পান করাও হারাম। সমাজের কথিত অভিজাত শ্রেণীই এতে অপেক্ষাকৃত অধিক অভ্যস্ত হয়। সর্বনাশের কথা হল, চিত্রটি সম্পূর্ণ জাহেলী যুগের ন্যায়। সে যুগেও মদ ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। যে বংশকে যত বেশী সম্ভ্রান্ত মনে করা হত, তাদের মাঝে তত বেশী মদপানের প্রচলন ছিল।

দশ. **'উম্মতের শেষ প্রজন্ম প্রথম প্রজন্মের সমালোচনা করবে'** – এই উম্মতের প্রথম প্রজন্ম হলেন সাহাবায়ে কেরাম। তাদের মাধ্যমেই আমরা দ্বীনের মহাদৌলত পেয়েছি। বর্তমান যুগে তাদের সমালোচনার মজলিস অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রন্থও লিপিবদ্ধ হয় (নাউযুবিল্লাহ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে অল্লাহকে ভয় করো, আমার পর তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাবে না।

আলোচ্য এ সকল অপরাধের উল্লেখ শেষে আল্লাহর রাসূল বলেন, এ উম্মাহ যখন এসকল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে, তখন তাদের উপর লূ-হাওয়া, ভূ-ধস, ভূমিকম্প এবং পাথর বৃষ্টি বর্ষিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমদের সকলকে অনুধাবনের যোগ্যতা প্রদান করুন এবং ছোট-বড় যাবতীয় গুনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

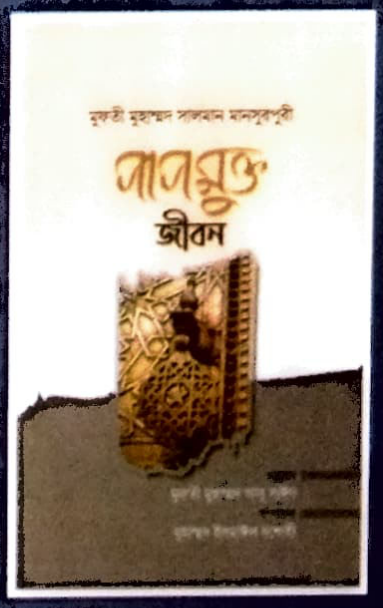

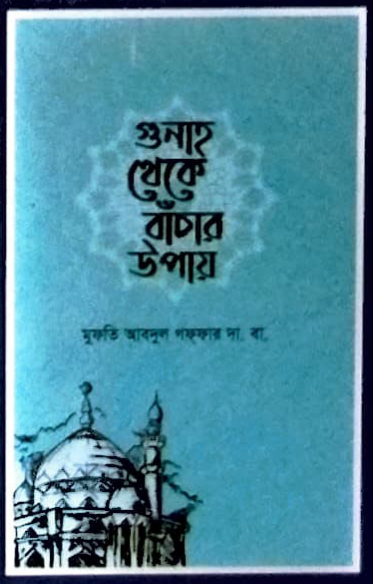


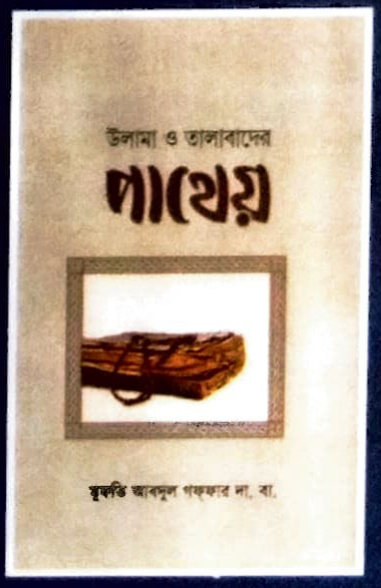


আশরাফী বুক ডিপো
১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৯১ ১২৯ ০১ ৩২ - ০১৭০ ৭২৯ ০১ ৩২

Cover: Abul Fatah | 01914783567